ভোরের কাগজ

তারিখ ... 16 DEC 1999 ...
পৃষ্ঠা ৪২ কলাম ৫

অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জে ছাত্রীদের হাতে প্রধান শিক্ষিকা লাঞ্ছিত

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি : স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন তারই স্কুলের ছাত্রীদের হাতে। গতকাল সকালে শহরের প্রাচীন বিবি মরিয়ম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ঘটনা ঘটেছে। লাঞ্ছিতা প্রধান শিক্ষিকা হাজেরা খাতুন এখন নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ছাত্রীরা প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপন করেছে। অন্যদিকে এই ঘটনার পর স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটি এক জরুরি সভায় মিলিত হয়ে প্রধান শিক্ষিকার প্রতি অবিলম্বে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে।

কয়েকজন ছাত্রী ও অভিভাবকের সঙ্গে আলাপ করে জানা যায় যে, আসন্ন ১৯৯৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ বাবদ প্রধান শিক্ষিকা ছাত্রীদের কাছ থেকে জনপ্রতি ২ হাজার টাকা আদায় করেছেন। আবার অল্প কয়েকজনের কাছ থেকে ৩ হাজার টাকা করেও নিয়েছেন– যেখানে বোর্ড নির্ধারিত ফি হচ্ছে, বিজ্ঞান বিভাগে ৬১০ টাকা আর কলা বিভাগে ৫৫০ টাকা।

ব্যাপারটি নিয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রীরা একজোট হয়ে গতকাল সকালে স্কুল প্রাঙ্গণে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং প্রধান শিক্ষিকার অনুপস্থিতিতে তার কক্ষে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এই পরিস্থিতিতে প্রধান শিক্ষিকা হাজেরা খাতুন স্কুলে উপস্থিত হয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রীদের গালিগালাজ করতে থাকেন। এতে ছাত্রীরা আরো উত্তেজিত হয়ে প্রধান শিক্ষিকার ওপর চড়াও হয় এবং তার চুল ধরে টানাটানি করতে থাকে। এ পর্যায়ে কয়েকজন অভিভাবক এসে প্রধান শিক্ষিকাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন।

নারায়ণগঞ্জ হাসপাতালের ২২ নং ওয়ার্ডে কর্তব্যরত ডা. মামুন এ প্রতিনিধিকে জানান, প্রধান শিক্ষিকা হাইপারটেনশনের রোগী এবং সম্ভবত অতিরিক্ত উত্তেজনায় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তবে তার শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই।

বিক্ষুব্ধ ছাত্রী ও অভিভাবকদের একটি দল পরে মিছিল করে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে গিয়ে তার স্মারকলিপি প্রদান করে। স্মারকলিপিতে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অতিরিক্ত ফি আদায়সহ অন্যান্য দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও জেলা প্রশাসক মোঃ আব্দুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তার পক্ষ থেকে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তবে এই ঘটনা তদন্তের জন্য একটি কমিটি ইতিমধ্যেই গঠন করা হয়েছে– যার প্রধান হচ্ছেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এক টেলিফোনে পাওয়া যায়নি। এদিকে দুপুরে অনুষ্ঠিত ব্যবস্থাপনা কমিটির এক জরুরি সভায় পুরো ঘটনার জন্য প্রধান শিক্ষিকাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং তার প্রতি স্বেচ্ছায় পদত্যাগের আহ্বান জানানো হয়। অন্যথায় থাকে বহিষ্কার করার আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

স্কুল ও তার আশপাশে বিরাজমান উত্তেজনার কারণে ঐসব এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত আর কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি।

উল্লেখ্য, চরম অব্যবস্থাপনার কারণে ঐতিহ্যবাহী বিবি মরিয়ম বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্রীদের পড়াশুনা মারাত্মক ব্যাহত হচ্ছে এবং এর ফলে এসএসসি পরীক্ষায় স্কুলের ২৪৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২৬ জন (১০.৫২ শতাংশ) উত্তীর্ণ হয়েছিল।